



পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০৪: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং
শিল্পকলা

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা
(তথ্যপুস্তক)

জুন ২০২৩



প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০৪
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

লেখক

মোঃ মোতিউল ইসলাম মিয়া
মোঃ মেহবুবুর রহমান

প্রধান সমন্বয়ক

জনাব ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডেপুটি সমন্বয়ক :

শাহীনুর শাহীন খান
পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদক :

মোঃ মোতিউল ইসলাম মিয়া
ইন্সট্রাক্টর (চারু ও কারুকলা)
পিটিআই, বিনাইদহ

সহযোগী সম্পাদক :

মোঃ মেহবুবুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (শারীরিক শিক্ষা)
পিটিআই, রাজশাহী

কারিকুলাম সমন্বয়ক :

জ্যোৎস্না আরা
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশনায় :

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

শিক্ষাক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়টি বিশেষায়িত ও ভিন্ন আঙ্গিকের একটি বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের শিখনের বিষয়বস্তুর সাথে এর যেমন রয়েছে পার্থক্য তেমনি শিখন শেখানো কৌশলেও রয়েছে ভিন্নতা। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়গুলোতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও সাধারণ শিক্ষায় এই বিষয়টি সন্নিবেশিত নয়। যার ফলে একজন সাধারণ শিক্ষায় ডিগ্রী অর্জনকারীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা খুম কম থাকে। তবে অন্যান্য শিক্ষান্তরে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়টি তেমন গুরুত্ব না পেলেও প্রাথমিক শিক্ষান্তরে এই বিষয়টি আবশ্যিক করা হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়গুলো পাঠদানের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক তেমন পাওয়া যায় না। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় না। তাই একজন শিক্ষককেই সকল বিষয়ের পাঠদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এমতাবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত একজন ব্যক্তির মধ্যে অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়ের পূর্ব ধারণা বা শিখন থাকলেও শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ের অভিজ্ঞতা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এসব বিবেচনায় একজন শিক্ষককে সকল বিষয়ে যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল পরিবর্তন ও পরিমার্জনের আবশ্যিকতা রয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ইতোপূর্বে প্রণীত ডিপিএড কোর্সের এক্সপ্রেসিভ আর্ট, শারীরিক শিক্ষা, চারণ ও কারুকলা এবং সঙ্গীত বিষয়টি পরিমার্জিত করে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা নামে এই মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে এ প্রশিক্ষণ মডিউলে। মডিউলটিতে তাত্ত্বিক বিষয়ের চেয়ে শিখন শেখানো কৌশলের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রথমে পাঠের ধারণা এবং তারপর পাঠের ধরন অনুযায়ী পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে মডিউলটিতে উল্লিখিত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে পাঠদান কৌশল কি হবে তারই বর্ণনা করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নে ও উন্নয়নে যাঁরা অতি অল্প সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা মডিউলটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এ প্রশিক্ষণ মডিউলটি উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল সংস্থা সহযোগিতা করে আসছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে এই মডিউলটি নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে এবং শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

মো: ফরিদ আহাম্মেদ

সচিব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সার্থক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে এ কোর্স তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাংশে পালন করতে পারে নি। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্পকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

অংশীজনের মতামত ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার শিক্ষাক্রমের চাহিদার ভিত্তিতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ের মডিউলের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়টির ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে খসড়া মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোনও উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মডিউলটিও প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের উপর প্রভাব পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মডিউলটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউলটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের বিষয়াদি সংযোজন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

তথ্যপুস্তক ব্যবহারের নির্দেশনা

তথ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জিত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার শিক্ষক সহায়িকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। একাধিক কেসস্টাডির মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করা হয়েছে। এ জন্য তথ্যপুস্তকটি পিটিআইতে প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহৃত হলেও প্রশিক্ষণের পরেও শিক্ষকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে শিখন শেখানো দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

তথ্যপুস্তকটি দুইটি পর্যায়ে ব্যবহৃত হবে;

ক) প্রথম পর্যায়: প্রশিক্ষণ চলাকালীন;

- অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করবেন। কারণ এতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা এবং পর্যালোচনার সুযোগ পাবেন।
- প্রশিক্ষণের প্ররম্ভে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সূচির সাথে মিল করে অধিবেশনটি পড়ে নিবেন, তাহলে যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে সে-বিষয় সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজ হবে।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়: প্রশিক্ষণ পরবর্তী

- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর মধ্যে কোন নতুনত্ব এবং ভিন্নতা অনুচিন্তনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় লিখে রাখবেন। এই বিষয়টি প্রশিক্ষণ শেষেও শিক্ষকের দৈনন্দিন শিখন শেখানো কাজে নতুনত্ব বা বৈচিত্র আনতে সহায়ক হবে।
- তথ্যপুস্তকটি প্রশিক্ষণ চলাকালীন ব্যবহার হলেও বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ও পাঠদান সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তথ্যপুস্তকটি বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
- তথ্যপুস্তকটি শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর সহায়ক তথ্যভান্ডার হিসেবে গণ্য হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শিখন শেখানোর পূর্বে পাঠের ধরন অনুযায়ী নির্দেশনা পড়ে পাঠের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে তথ্যপুস্তকটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

বিষয়: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	১	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	১
	২	প্রাথমিক স্তরে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়বস্তু	২
	৩	কাব ক্লাউটিং	৪

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, শ্রেণিকরণ, উপস্থাপন।

কেস-১

সাবিনা, সাতক্ষীরা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে বেড়ে ওঠা একটি শিশু। ছোট বেলা থেকেই তার পড়ালেখার চেয়ে খেলতে ভাল লাগত। তবে সাবিনা পড়ালেখাতে যথেষ্ট ভাল ছিল। অন্যান্য সব খেলায় সে পারদর্শী হলেও ফুটবলের প্রতিই তার আগ্রহ ছিল বেশি। সে পরীক্ষার আগের দিনও ফুটবল অনুশীলন করত। সে স্কুল থেকে ফিরে বই রেখেই চলে যেত মাঠে খেলতে। তার খেলার সাথীদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যাই বেশি ছিল। সাবিনার এই খেলার প্রতি আগ্রহে সকলেরই যে সমর্থন ছিল এমনটা নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের একটাই প্রশ্ন, একটি মেয়ে কেন ফুটবল খেলবে? সাবিনার বাবাকে কখনো কখনো গ্রামের মানুষের কটুক্তিও সহ্য করতে হয়েছে নিরবে। গ্রামের মাঠে খেলতে খেলতেই সাবিনা একদিন চোখে পড়েন কোচ আকবরের। তিনিই সাবিনাকে কোচিং দিয়ে তৈরি হতে সহায়তা করেন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রতিকূলে থাকলেও বাবা বোন আর স্কুলের শিক্ষকদের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল সাবিনার প্রতি। বাবা-বোনের সমর্থন আর কোচ আকবরের প্রচেষ্টায় সাবিনা খেলা চালিয়ে যেতে থাকে। বাবার মৃত্যুর পর সাবিনাকে পরিবারের হাল ধরতে হয়েছে। বিভিন্ন দলে খেলে যেটুকু আয় হতো তা দিয়েই সাবিনা পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। পারিপার্শ্বিক কটুক্তি আর সীমাহীন বাধা পেরিয়ে যে সাবিনার এগিয়ে চলা তিনি বাংলাদেশের জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের অধিনায়ক। তার হাতেই বাংলাদেশের বিজয় মুকুট। যারা তাকে একদিন কটুক্তি করেছে তারাই আজ তার প্রশংসায় মত্ত।

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- ক. ধরন অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতে পারবেন।
- খ. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়বস্তু শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।
- গ. বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খেলাধুলার পরিকল্পনা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, উপস্থাপন, সম্মেলন।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়বস্তু

প্রথম শ্রেণি

১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ২। স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয়, ৩। নিরাপদ পানি, ৪। ঘুম, বিশ্রাম ও বিনোদন, ৫। আনন্দদায়ক দেশীয় খেলা, ৬। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ৭। আবেগ ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, ৮। সবাই মিলেমিশে চলি, ৯। খেলাধুলায় সংঘটিত দুর্ঘটনা, ১০। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ১১। প্রাথমিক চিকিৎসা, ১২। দৈনিক সমাবেশ, ১৩। জাতীয় দিবস ও ক্রীড়া কর্মসূচি

দ্বিতীয় শ্রেণি

১। নিজের যত্ন, ২। স্বাস্থ্যবিধি, ২। পুষ্টিকর ও অস্বাস্থ্যকর খাবার. ৩। নিরাপদ পানি পান, ব্যবহার ও উৎস, ৪। বিদ্যালয় ও বাড়ির কাজে অংশগ্রহণ, ৫। পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম, ৬। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ, ৭। শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও কলাকৌশল, ৮। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন খেলা, ৯। সাঁতার, ১০। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ১১। স্বাস্থ্য কার্ড, ১২। আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ১৩। লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আচরণ, ১৪। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সহপাঠীর সাথে আচরণ, ১৫। খেলাধুলায় দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, ১৬। প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ ও ব্যবহার, ১৭। শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গসমূহ, ১৮। দৈনিক সমাবেশ ও মুক্তহস্ত ব্যায়াম, জাতীয় কর্মসূচি, ১৯। ক্রীড়া কর্মসূচি, ২০। কাব-স্কাউটিং,

তৃতীয় শ্রেণি

১। নিজের যত্ন ও পরিচর্যা, ২। পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য, ৩। নিরাপদ পানির উৎস ও রক্ষণাবেক্ষণ, ৪। পরিমিত বিশ্রাম, ৫। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ, ৬। মুক্তহস্ত ব্যায়াম ও সরঞ্জামবিহীন খেলা, ৭। সরঞ্জামসহ খেলা, ৮। সাঁতার, ৯। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ১০। স্বাস্থ্যকার্ড, ১১। আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও উত্তম আচরণ, ১২। লিঙ্গসমতা, ১৩। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে সম্পর্ক, ১৪। দুর্ঘটনার কারণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা, ১৫। ভালো ও মন্দ স্পর্শ, ১৬। দৈনিক সমাবেশ, ১৭। জাতীয় দিবস ও জাতীয় কর্মসূচি, ১৮। ক্রীড়া কর্মসূচি, ১৯। কাব-স্কাউটিং,

চতুর্থ শ্রেণি

১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা, ২। পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য, ৩। অনিরাপদ পানি পান ও ব্যবহারের অপকারিতা, ৪। বাগান করা, ৫। পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম, ৬। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ, ৭।

সরঞ্জামসহ ও সরঞ্জামবিহীন খেলা, ৮। দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ, ৯। সাঁতার, ১০। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ১১। স্বাস্থ্যকার্ড ব্যবহার ও মূল্যায়ন, ১২। খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ও মানসিক চাপমুক্ত থাকা, ১৩। বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে সসম্পর্ক, ১৪। লিঙ্গসমতা, ১৫। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা, ১৬। শ্রেণিকক্ষে ও খেলার মাঠে দুর্ঘটনার কারণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা, ১৭। ভালো ও মন্দ স্পর্শের প্রতিকার, ১৮। দৈনিক সমাবেশ, ১৯। জাতীয় দিবস, ২০। ক্রীড়া কর্মসূচি, ২১। কাব-স্কাউটিং,

পঞ্চম শ্রেণি

১। পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য, ২। মানসিক সুস্থতার জন্য পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম, ৩। বাগান, ৪। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ, ৫। দলগত খেলা, ৬। দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ, ৭। সাঁতার, ৮। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ৯। স্বাস্থ্যকার্ড ব্যবহার ও মূল্যায়ন, ১০। বন্ধুত্ব ও আত্মতৃপ্তিবোধ, ১১। আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও উত্তম আচরণ, ১২। অনুষ্ঠান আয়োজনে শ্রেণিকক্ষ ও খেলার মাঠ সুসজ্জিতকরণে সহযোগিতা, ১৩। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক, ১৪। দুর্ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধ, ১৫। মন্দ স্পর্শ বিষয়ক ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিবাদ, ১৬। দৈনিক সমাবেশ, ১৭। নেতৃত্বদানের গুণাবলি, ১৮। জাতীয় দিবস, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ১৯। কাব-স্কাউটিং,

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু

- ক. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি
- খ. শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা
- গ. আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা
- ঘ. খেলাধুলায় সংঘটিত দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা
- ঙ. দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ-

- ক. কাব স্কাউটিং এর নিয়ম-কানুন জেনে বলতে পারবেন।
- খ. ইউনিট লিডার হিসাবে বিদ্যালয়ে কাব দল গঠন ও পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
- গ. বিদ্যালয় পর্যায়ে কাব স্কাউটিংয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ : প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, আলোচনা, দলে কাজ ইত্যাদি।

কাব স্কাউটিংইয়ের নিয়ম-কানুন জানা

কাব স্কাউটিংয়ের ধারণা।

ভূমিকা: স্কাউট আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম। শিশু-কিশোর ও যুবকদের অবসর সময়ের সঠিক ব্যবহার করে তাদের সুশৃঙ্খল, পরোপকারী, আত্মনির্ভরশীল দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং যুগ যুগ ধরে খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। স্কাউট আন্দোলন কোন সময়েই বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। স্কাউটিং মূলত মুক্ত অঙ্গনের শিক্ষা। প্রকৃতির উদার পরিবেশে আনন্দময় খেলাধুলা ও শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা জীবন গঠন ও অন্যের উপকারে সুন্দরভাবে কাজে লাগে।

স্কাউট আন্দোলনের পটভূমি:

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল। পুরো নাম রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। সারা বিশ্বের স্কাউটদের কাছে তিনি “বি-পি” নামে পরিচিত। তিনি ১৮৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের হাইড পার্কে জন্মেছিলেন। ছোটকাল থেকেই তিনি ছিলেন কৌতুহলি প্রকৃতিপ্রেমী। এজন্য প্রকৃতির সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি লন্ডনের প্রসিদ্ধ চার্টারহাউস স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানে তিনি স্কাউটিং সম্পর্কে প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করেন। স্কুল শেষ করে তিনি ১৮৭৬ সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ মেজর জেনারেল হন। ১৯১০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন স্কাউটিং এর উপর অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বয় স্কাউটিং এর গোড়াপত্তনের কাজে বিশেষ মনোযোগী হন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তিনি ১৯০৭ সালে পার্ল হারবারের বাউন্স দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে স্কাউটিং এর প্রথম ক্যাম্পের আয়োজন করেছিলেন। এটিই ছিল বিশ্বের প্রথম স্কাউট ক্যাম্প। কিশোর ও যুবকদের উদ্দেশ্যে স্কাউট চালু করার পর ব্যাডেন পাওয়েল বিশ্বের লক্ষ কোটি শিশুদের কথা ভাবলেন। ভাবনার এক পর্যায়ে তিনি ১৯১৬ সালে কাব- স্কাউটিং আন্দোলন শুরু করেন।

বাংলাদেশে স্কাউটিং:

স্বাধীনতা পূর্ব ১৯৪৭ সালের ২২ মে, ঢাকায় ইস্ট বেংগল স্কাউট এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালে ৮ এবং ৯ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত দেশের সমগ্র স্কাউট নেতৃত্বদের এক কাউন্সিলে “বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি” গঠিত হয়। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১১১ নং অর্ডিনেন্স বলে “বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি” সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৭৪ সালের ১লা জুন, বিশ স্কাউট সংস্থার ১০৫ তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৮ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় “বাংলাদেশ স্কাউটস”।

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য:

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল, ছেলে-মেয়েদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিকগুলোর পরিপূর্ণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশে অবদান রাখা, যাতে করে তারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে।

স্কাউট আন্দোলনের মূলনীতি:

স্কাউট আন্দোলন তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা

- ১) শ্রমের প্রতি কর্তব্য পালন (আধ্যাত্মিক দিক)
- ২) অপরের প্রতি কর্তব্য পালন (সামাজিক দিক)
- ৩) নিজের প্রতি কর্তব্য পালন (ব্যক্তিগত দিক)।

বাংলাদেশ স্কাউটসের লক্ষ্য:

- ১) স্কাউটিং পদ্ধতি ও স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থার (ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব দ্য স্কাউট মুভমেন্ট) অনুসৃত নিয়মে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিশু-কিশোর/কিশোরীদের ও যুবক/ যুবতীদের বিশ্বাসী, সৎ, চরিত্রবান, আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- ২) দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ স্কাউটসের সমভাবাপন্ন অরাজনৈতিক, সামাজিক ও অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান বিশেষত বাংলাদেশ গার্ল গাইডসের সংগে বন্ধুত্বমূলক ও পরিপূরক সম্পর্ক বজায় রাখা।
- ৩) বহির্বিশ্বে স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্কাউট অঞ্চল ও বিভিন্ন জাতীয় স্কাউট সংস্থার সঙ্গে মতামত, স্কাউট, স্কাউটার ও ট্রেনার বিনিময় করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা।

বয়সভিত্তিক স্তরবিন্যাস:

স্কাউট আন্দোলন সব বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশে স্কাউটিং তিনটি শাখায় বিভক্ত। যথা:

- কাব-স্কাউট: যে সকল কিশোর-কিশোরীদের বয়স ৬ বছরের বেশি কিন্তু ১১ বছরের কম, তারা কাব স্কাউটের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।
- স্কাউট: যে সকল বালক-বালিকার বয়স ১১ বছর বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ১৭ বছরের কম, তারা স্কাউটের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।
- রোভার: যে সকল তরুণ-তরুণী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অথবা যাদের বয়স ১৭ বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ২৫ বছরের কম, তারা রোভারের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা:

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে
- কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(“আল্লাহ” শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)

কাব আইন:

- বড়দের কথা মেনে চলা।
- নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা।

মটো (কাব-স্কাউট, স্কাউট ও রোভার একত্রে):

“সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা”।

সুষ্ঠুভাবে অনুসরণের জন্য স্কাউট ও রোভারদের মধ্যে মটোকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়েছে—

কাব মটো—“যথাসাধ্য চেষ্টা করা”

স্কাউট মটো—“সদা প্রস্তুত”

রোভার মটো—“সেবা”

কাব স্কাউট দল গঠন ও পরিচালনা

একটি কাব দল খোলার জন্য যা যা প্রয়োজন:

- ২৪
- জন উৎসাহী বালক/বালিকা
- একজন উৎসাহী বয়স্ক লিডার
- কাব দল পরিচালনার জন্য একটি কাব দল নির্বাহী কমিটি
- দল পরিচালনার জন্য কিছু তহবিল
- দলের কাজ করার জন্য একটি ছোট কক্ষ বা স্কাউট ডেন
- কাবিং সংক্রান্ত আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম
- প্রতিষ্ঠান প্রধানের পৃষ্ঠপোষকতা
- স্থানীয় বিশিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তি/অভিভাবকগণের সদিচ্ছা-সমর্থন।
- কাব ইউনিট গঠনের পর উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করে ইউনিট রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। ইউনিট রেজিস্ট্রেশন ফরম উপজেলা স্কাউট কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। উপজেলা স্কাউট সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে কাগজপত্র ও নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

কাব-স্কাউটদের (বালক) পোষাক:

- টুপি: নীল রঙের পিকযুক্ত টুপি,
- স্কার্ফ: উপজেলা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত/ লাল,
- শার্ট: ছাই রঙের ঢাকনায়ুক্ত দুই পকেটওয়ালা হাফ শার্ট,
- প্যান্ট: গাঢ় নেভি ব্লু রঙের কাপড়ের হাফ প্যান্ট,
- বেল্ট: কালো রঙের,
- জুতা: কালো রঙের,
- মোজা: সাদা রঙের ফুল মোজা। হাঁটুর নিচে একভাঁজ করে পরতে হবে।

কাব-স্কাউটদের (বালিকা) পোষাক:

- টুপি: নীল রঙের পিকযুক্ত টুপি,

- স্কার্ফ: উপজেলা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত/ লাল,
- শার্ট: ছাই রঙের ঢাকনায়ুক্ত দুই পকেটওয়ালা হাফ/ ফুল শার্ট,
- স্কার্ট: গাঢ় নেভি -ব্লু রঙের কাপড়ের স্কার্ট,
- বেল্ট: কালো রঙের,
- জুতা: কালো রঙের,
- মোজা: সাদা রঙের ফুল মোজা। হাঁটুর নিচে একভাঁজ করে পরতে হবে।

ষষ্ঠক পদ্ধতি:

কাব স্কাউটদের সকল কাজ ষষ্ঠক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। স্কাউটিংয়ে বালক-বাদিকাদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে একটি কাব ইউনিট (প্যাক) কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে কাব-স্কাউট প্রোগ্রামসহ ইউনিটের যাবতীয় কাজ বাস্তবায়নের পদ্ধতিকে ষষ্ঠক পদ্ধতি বলে। এক কথায় বলা যায়, কাবিং-এর প্রচলিত ট্রেনিং পদ্ধতিই ষষ্ঠক পদ্ধতি।

ষষ্ঠক গঠন: একটি কাব ইউনিটে সর্বনিম্ন ২টি ও সর্বোচ্চ ৪টি ষষ্ঠক থাকে। ৬ জন কাব বালক-বালিকা নিয়ে একটি ষষ্ঠক গঠিত হয়। ষষ্ঠককে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রতিটি ষষ্ঠকে একজন নেতা থাকে। এই নেতাকে ষষ্ঠক নেতা বলে। ষষ্ঠক নেতাকে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক ষষ্ঠকে একজন সহকারী ষষ্ঠক নেতা থাকে। সকল ষষ্ঠকের মধ্যে উত্তম সমন্বয় সাধনের জন্য ষষ্ঠক নেতাদের মধ্য থেকে যোগ্যতম একজনের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাকে সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা বলা হয়।

স্কাউট ডেন: কাব-স্কাউট/স্কাউটদের জন্য নির্ধারিত কক্ষকে স্কাউট ডেন বলে। কক্ষের চারটি কোণ চার ষষ্ঠক/উপদলের জন্য বরাদ্দ থাকে। প্রতিটি কোণকে ষষ্ঠক কর্ণার বলা হয়। স্ব-স্ব ষষ্ঠক কর্ণারে স্ব-স্ব ষষ্ঠকের উপকরণ বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখতে হয়।

ইউনিট লিডারের যোগ্যতা ও গুণাবলী: একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইউনিট লিডার হতে হলে তাকে বিভিন্ন যোগ্যতা ও গুণাবলিসম্পন্ন হতে হবে।

ইউনিট লিডারের যোগ্যতা

- ইউনিট লিডারের বয়স অবশ্যই ২০ থেকে ৭০ এবং সহকারী ইউনিট লিডারের বয়স অবশ্যই ১৮ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
- অনুমোদিত ইউনিট লিডারকে সাফল্যের সাথে বেসিক কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।
- তাঁকে স্কাউট আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে।
- ইউনিট লিডারের গুণাবলিসম্পন্ন হতে হবে।

ইউনিট লিডারের গুণাবলী

- স্কাউট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে,
- স্কাউটদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে,
- ঐকান্তিকতা থাকতে হবে,
- কুসংস্কারমুক্ত হতে হবে,
- দুঃসাহ্য সম্পাদনে সাহসী হতে হবে,
- সদিচ্ছা থাকতে হবে,
- কর্মতৎপর হতে হবে,
- সৌজন্যবোধ থাকতে হবে,
- পিতা-মাতার মত অভিভাবকসুলভ হতে হবে।

ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (ব্যাজ পদ্ধতি) ও কাব প্রোগ্রাম:

স্কাউট আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হল শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও যোগ্য মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে বৈচিত্র্যময় কর্মসূচির মাধ্যমে একজন স্কাউটকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্রমান্বয়ে নিজেকে যোগ্যতর করে গড়ে তোলার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বলে। ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি স্কাউট পদ্ধতির অন্যতম প্রশিক্ষণ পদ্ধতি।

কাব স্কাউটদের ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বয়সভেদে ও চাহিদানুসারে আনন্দমুখর প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে নির্ধারিত ব্যাজ এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। এই জন্য ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণকে ব্যাজ পদ্ধতিও বলা হয়।

ব্যাজ পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য:

- বিভিন্ন বিষয়ে জানার কৌতুহলী করা,
- দক্ষতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী করা,
- স্কাউটিংয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন,
- নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো,
- আত্ম-উন্নয়নবোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা,
- সর্বোপরি স্কাউটদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন সাধন করে সৎ, চরিত্রবান, আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

ব্যাজের প্রকারভেদ:

ব্যাজ সাধারণত দুই প্রকার: ১) দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি ব্যাজ এবং ২) পারদর্শিতা বা প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজ।

১) দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি ব্যাজ

এই ব্যাজ অর্জনের মাধ্যমে কাব শিশুদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। এই ব্যাজ চার প্রকার। যথা- (ক) সদস্য ব্যাজ, (খ) তারা ব্যাজ, (গ) চাঁদ ব্যাজ, (ঘ) চাঁদতারা ব্যাজ

২) পারদর্শিতা ব্যাজ বা প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজ

এই ব্যাজের মাধ্যমে একজন কাব তার আগ্রহ ও পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। কাবিংয়ে মোট ৪০টি পারদর্শিতা ব্যাজ আছে।

নিম্নে এফিসিয়েন্সি ও প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজ অর্জনের নিয়ম বর্ণনা করা হলো।

সদস্য ব্যাজ

নবাগত হিসেবে বালক/বালিকাকে বিভিন্ন বিষয়াবলীসহ কাব প্রতিজ্ঞা, কাব আইন, স্কাউট সালাম প্রদর্শন ইত্যাদি তিন মাস অনুশীলন করে পরীক্ষা শেষে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এই ব্যাজ ইউনিট লিডার তাদের বাম পকেটের মাঝখানে পরিয়ে দিবেন।

তারা ব্যাজ:

সদস্য ব্যাজ পাওয়ার কমপক্ষে ছয়-সাত মাস পর তারা ব্যাজের সিলেবাসসহ ৮টি পারদর্শিতা ব্যাজের যে কোন দু'টি ব্যাজ অর্জন করতে হবে। পারদর্শিতা ব্যাজগুলো - (১) সমাজসেবা, (২) গৃহপরিচর্যা, (৩) চিত্তবিনোদন, (৪) পাখি পর্যবেক্ষণ, (৫) খেলনা তৈরি, (৬) খেলাধুলা, (৭) দড়ির কাজ, (৮) সেলাই কাজ। তারা ব্যাজ পোশাকের বাম হাতের কনুই এবং কাঁধের মাঝখানে পরতে হয়। পারদর্শিতা ব্যাজগুলো ডান হাতের কনুই এবং কাঁধের মধ্যে পরতে হয়।

চাঁদ ব্যাজ:

তারা ব্যাজ অর্জনের পর কমপক্ষে ৬ মাস পর চাঁদ ব্যাজের সিলেবাসসহ ১০টি পারদর্শিতা ব্যাজের যে কোন তিনটি ব্যাজ অর্জন করতে হবে। পারদর্শিতা ব্যাজগুলো - (১) কৃষ্টি, (২) সংগ্রহ, (৩) প্রকৃতি ও পরিবেশ (৪) কবুতর পোষা, (৫) বনকলা, (৬) সবজি চাষ, (৭) মডেল তৈরি, (৮) ক্রীড়াকুশলী, (৯) সাঁতার, (১০) হস্তলিপি। তারা ব্যাজ খুলে ফেলে সেখানে চাঁদ ব্যাজ পরতে হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজ পূর্বের নিয়মে পরতে হয়। পূর্বের ব্যাজগুলো লাগানো থাকবে।

চাঁদতারা ব্যাজ

চাঁদ ব্যাজ অর্জনের পর কমপক্ষে ৬ মাস পর চাঁদতারা ব্যাজের সিলেবাস সমাপ্তসহ ১৩টি পারদর্শিতা ব্যাজের যে কোন তিনটি ব্যাজ অর্জন করতে হয়। পারদর্শিতা ব্যাজগুলো-(১) জনস্বাস্থ্য, (২) প্রাথমিক প্রতিবিধান, (৩) নিরাপত্তা, (৪) বই বাঁধাই, (৫) পরিবেশ সংরক্ষণ, (৬) আবহাওয়া, (৭) মুরগি পালন, (৮) ফুল বাগান, (৯) চিত্রকলা, (১০) সাইকেল চালক, (১১) ক্রীড়া, (১২) হাঁস পালন, (১৩) ভূগোল। এই ব্যাজ এবং পারদর্শিতা ব্যাজ পূর্বের নিয়মে পরতে হয়।

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড

একজন কাবকে চাঁদতারা ব্যাজ অর্জনের কমপক্ষে তিন মাস পর শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডের সিলেবাস সমাপ্তসহ ৭টি পারদর্শিতা ব্যাজের যে কোন ৩টি ব্যাজ অর্জন করতে হয়। সাঁতার ব্যাজটি আবশ্যিকীয়ভাবে অর্জন করতে হয়। ব্যাজগুলো-(১) সাঁতার, (২) সাক্ষরতা, (৩) টবে চাষ, (৪) কম্পিউটার, (৫) ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, (৬) রান্না, (৭) নকশা তৈরি। এই অ্যাওয়ার্ডটি ডান পকেটের উপর পরিধান করতে হয়। ইউনিট, উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়নে সফল হলে একজন কাব স্কাউটকে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকেন, যা একজন কাব স্কাউটের জন্য অনন্য উদাহরণ হিসেবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

কাব স্কাউটিংয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

কাব স্কাউটিং এর মূলমন্ত্র ও আইনগুলো যদি সঠিকভাবে শিশুদের শেখানো হয়, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে স্কুল গন্ডি পেরিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে এবং নিজেদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। কাবেরা নিজেরা কাজ শেখে ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দলগতভাবে কাজ করে। এর ফলে তারা মিলেমিশে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করে এবং নেতৃত্ব দেয়ার গুণাবলী অর্জন করে, যা পরবর্তী জীবনে তাদেরকে দায়িত্বশীল মানুষ হতে সাহায্য করে।

কাবিংয়ের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কাবিংয়ের শিশুদের আঙুলের সাহায্যে বিশেষ কায়দায় সালাম দেয়া ও গ্রহণ করা, ডান হাতে করমর্দন করা ইত্যাদি বিষয় শেখানো হয়। ফলে শিশুরা নিয়মশৃঙ্খলার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, যা পরবর্তী জীবনে তাদের চিন্তা, কথা, কাজে নির্মল হতে পারবে।

কাব-স্কাউটিং শিশুদের নিয়মানুবর্তী হতে, চরিত্র গঠনে, সত্যবাদি হতে, চৌকস হতে, জীবনমুখী হতে, আত্মনির্ভরশীল হতে, কর্মঠ হতে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। সর্বোপরি কাব স্কাউটিং শিশুদের অবসর সময়কে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করে সুনাগরিক ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতি গঠনে কাব-স্কাউট আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিহার্য।

শিশুরা আনন্দময় পরিবেশ ভালবাসে। তারা আনন্দের মাঝে বড় হতে চায়। আনন্দের মাঝে দলগতভাবে কাজ করে নতুন কিছু শিখতে পছন্দ করে। কাব-স্কাউটিং কার্যক্রম এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সুন্দর ও স্মার্ট আগামী গঠনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউটিং কার্যক্রমকে গতিশীল করা উচিত।